মেহেরপুরের সুবিদপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ৩

মেহেরপুরে সরকারি বিধি না মেনে সেচ পাম্প স্থাপনের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় তিন জন আহত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। হামলার ঘটনায় ৮ জন কে অভিযুক্ত করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন- সুবিদপুর গ্রামের মৃত ইমাজ উদ্দিনের ছেলে মো: হাফিজুর রহমান (৬০), মো: শহিদুল ইসলাম (৫৭), মো: ইয়ারুল ইসলাম (৫০), মো: আসাদুল (৫৫), একই গ্রামের মো: হুসাইন (৩৮),মো: আশরাফুল ইসলাম (৩৮), মো: আতিকুর রহমান (৪৮), মো: শামসুজ্জোহা (৫০)।

অভিযোগ পত্র থেকে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার ১২ টার দিকে সৌর সেচ প্রকল্প বসানোকে কেন্দ্র করে সুবিদপুর কুসু বেড়ে মাঠে কথকাটাকাটির এক পর্যায়ে অভিযুক্তরা ইয়ারুল ইসলাম ও তার ভাই জিয়ারুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হকের উপর হামলা চালিয়ে মারাত্মক জখম করে। বর্তমানে আহতরা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মেহেরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বিএনপি নেতাকর্মীদের ঢল

মেহেরপুরে শহীদ বুদ্দিজীবী দিবস পালন করেছে বিএনপি।

শনিবার সকালে মেহেরপুর পৌর, সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে নানা কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে র্যালিটি বিএনপির কার্যালয় থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা পরিষদের সামনে শহীদ স্মৃতিসৌধের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয় এবং সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জাসাস সভাপতি অশেষ বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবদ্দিন, বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান, ফজলুর রহমানসহ বিএনপির সহস্রাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন।

মেহেরপুরে ভাষা সংগ্রামী

গোলাম কাওসার চানা আর নেই

মেহেরপুরের ভাষা সংগ্রামী গোলাম কাওসার (চানা) ইন্তেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

আজ শনিবার বিকাল ৩টা ৪০ মিনিটের সময় তিনি শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়াস্থ নিজ বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি সাংবাদিক জিএফ মামুন লাকির পিতা এবং মেহেরপুর পৌরসভার কর্মচারী ছিলেন।

আগামীকাল রবিবার সকাল ১০ টার সময় নিমতলা মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

ভাষা সংগ্রামী গোলাম কাওসার চানার সংক্ষিপ্ত জীবনী

৫২-এর ভাষা সৈনিকদের হত্যার বিরুদ্ধে যে কয়জন মেহেরপুরে প্রতিবাদ ও মিছিল করেছিলেন তাদের মধ্যে গোলাম কাওসার চানা অন্যতম। ভাষা আন্দোলনের সময়ে মেহেরপুরে গঠিত ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি।

১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ সালাম বরকত জব্বারদের হত্যার কথা মেহেরপুরে পরের দিন শুনতে পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ মুন্সী সাখাওয়াত হোসেন ও গোলাম কাউসার চানার নেতৃত্বে ঢাকায় হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরের রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ ও মিছিল করেছিলেন। পাক সরকারের ভাষা আন্দোলনের সময়ে তিনি মেহেরপুর উচ্চ ইংরেজি মডেল স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।

সম্প্রতি তাঁর একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা গেছে, ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করতে গিয়ে পুলিশের নির্যাতন এমনকি কারাবরণ করতে হয় তৎকালীন উচ্চ ইংরেজি মডেল স্কুলের সাত শিক্ষার্থীকে। স্কুলের ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারি ক্লাস থেকে বেরিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল নিয়ে শহরে বের হয়। শিক্ষকরা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। ভয়-ভীতি দেখানোর পরও সেই বাঁধার প্রাচীর ভেঙে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন বন্ধ করতে পারেনি। শিক্ষকদের আদেশ অমান্য করে একুশে পালনের অপরাধে ইসমাইল ও নজির হোসেন বিশ্বাসসহ সাতজন ছাত্রকে আটক করে পুলিশ। পরে জামিনে মুক্তি পেলেও স্কুল কমিটির সিদ্ধান্তে তাদের ফোর্স টিসি দেওয়া হয়। তারা সবাই এখন পরপারে।

গোলাম কাউসার চানা ১৯৩০ সাল রতনপুর মিশন হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা তিন কড়ি শেখ, মা জয়তুন নেছা। গোলাম কাউসার চানা ৭১ মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিলেন তবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্রের খেতাব আজও পাননি। গোলাম কাউসার চানা রাষ্ট্রীয়ভাবে সেইভাবে মূল্যায়িত না হলেও, প্রতিবছর মেহেরপুর জেলা প্রশাসক এই ভাষা আন্দোলন কারীর হাতে সম্মানসূচক ক্রেস্ট ফুল ও ফল তুলে দেন বলে জানা গেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তিনি মেহেরপুর পৌরসভায় কর আদায়কারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

নানা আয়োজনে ১৪ ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আজ শনিবার সকালে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন করে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তীতে সব শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধারা, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, উপজেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক শাওন শেখ ছাত্র প্রতিনিধি তুষার প্রমুখ।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গনে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সব শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। পরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তাসহ উপজেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি, উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সুশীল সমাজের প্রতিরোধে উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরের জমি সংক্রান্তের জের ৩ জন আহত: আটক ২

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জমিজমা সংক্রান্তের জের ধরে খুন করার উদ্দেশ্যে হাসুয়ার কোপে তিনজনকে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের হেকমত আলীর ছেলে মিয়ানুল ইসলাম (৫০), আসাদুল ইসলাম (৫৮), হাবিবুর রহমান (৪৭) কে গুরুতর জখম। এ সময় স্থানীয় ও পরিবারের লোকেরা উদ্ধার মুজিবনগর সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করে।

পরে এ ঘটনায় আহত ব্যক্তির ভাই অষ্টমুল ইসলাম বাদী হয়ে আমানুল ইসলাম আমানকে এক নম্বর আসামি করে ১৭ জনের নামে মুজিবনগর থানায় মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করেন।

বাকী আসামীরা হলেন, বিশ্বনাথপুর গ্রামের মৃত আজেহারের ছেলে রবি (৫০), আশা (৫১), মৃত গকুলের ছেলে মোঃ মান্নান (৪২), মোঃ আল আমিন (২৫), মোঃ আমানুল ইসলাম (আমান), মোঃ কিতাব (৫৫), মোঃ জিনারুল (৫৭), মোঃ ইজারুল (৫২), মোঃ আবুল হোসেন (৬০), আবুল হোসেনের ছেলে নাজমুল (৪০), আয়ূবের ছেলে মোঃ ফরিদুল ইসলাম (৪৮), দাউদ মালের ছেলে মোঃ ইদ্রিস (৬০), মোঃ বাদশা (৪৫), কাশেমের ছেলে মোঃ হাবিবুর (২৫), হায়াতের ছেলে মোঃ ভাষান (৩৫), মৃত; ইমান আলীর ছেলে মোঃ মহত আলী (৬০) ও মহত আলীর ছেলে মোঃ মতি

(৩৮)।

পরে আজ শনিবার সকালে অভিযোগের প্রেক্ষিতে আসামিদের মধ্যে আবুল হোসেন ও হাবিবুর রহমানকে আটক করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বাদি এজাহারে উল্লেখ করেন, আমাদের সাথে আসামী পক্ষের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ থাকায় শনিবার ভোর রাতে আমরা কয় ভাই ফজরের নামাজ পড়তে গেলে আমাদের খুন করার উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথপুর কদম তলায় লাঠি, দা, হাসুয়া নিয়ে আসামীরা অবস্থান করেন। এমন সময় মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরে তারা আমার ভাই হাবিবুর রহমানকে দেখতে পেলে আমানুল ইসলাম (আমান) আমার ভাইকে হাসোয়া দিয়ে কোপ মারতে গেলে হাত দিয়ে হাসোয়া ঠেকানোর সময় তার হাতে কোপ লাগে। এ সময় তার বাকি সঙ্গীরা আমার ভাইদের উপর লাঠি দিয়ে এলোপাতরি মারপিট শুরু করে। এতে করে আমার তিন ভাই গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, মারপিটের ঘটনায় ১৭ জনের নামে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা দুজনকে আটক করেছি। বাকি আসামীদের ও দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে চাঁদা দাবি সম্বলিত চিরকুট ও দুটি হাতবোমা উদ্ধার

তিন লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে গরু খামারীর গরু খামারের সামনে দুটি হাতবোমা ও চিরকুট রেখেছে দূর্বৃত্তরা।

আজ শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) সকালের দিকে গাংনী থানা পুলিশ হাতবোমা ও চিরকুটটি উদ্ধার করে থানায় নিয়েছেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

চিরকুটে লেখা রয়েছে- ৩ লাখ টাকা চাঁদা না দিলে বাড়ি ঘর থাকবে, কিন্তু তুই থাকবিনা। টাকা না দিলে তোকে মেরে ফেলা হবে।

প্রবাস ফেরৎ গরু খামারি ইসারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে।

গরু খামারি ইসারুল ইসলাম জানান, আমার বাড়ির পাশে গরুর খামারের সামনে একটি প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগের মধ্যে লালকসটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোমা ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে লাল কচটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোমা দুটি উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ইসারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে ছিলেন। বছরখানেক আগে বাড়ি ফিরে বাড়ির সাথে গরুর খামার গড়ে তুলেছেন। তবে, কারা বোমা রেখে চাঁদা দাবি করছেন তা নিশ্চিত হতে পারছে না প্রবাস ফেরৎ খামারি ইসারুল ইসলাম।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা শুরু করেছে পুলিশ।

মেহেরপুরের নানা আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

মেহেরপুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষে গণকবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ও মুক্তিযোদ্ধারা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনাসহ দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসময় পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ রনি আলম নূর, সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবীর হোসেন, মোঃ সাজেদুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম নজরুল কবির, মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মুহা. আবদুল্লাহ আল-আমিন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সারের কৃত্রিম সঙ্কট, ভোগান্তিতে কৃষক

মেহেরপুরে গম, ভুট্টা, তামাক ও আলুর আবাদের ভরা মৌসুমে সার নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন কৃষকেরা। এক বস্তা সার সংগ্রহ করতেই চাষিদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সার মিললেও বস্তাপ্রতি ক্ষেত্রবিশেষে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা।

এদিকে ডিলারদের দাবি, একই কৃষক তাদের বিভিন্ন আত্মীয়ের নামে বার বার সার তুলছেন। যার ফলে সার দিতে একটু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামের সার ডিলারদের গুদামের সামনে সারের জন্য আইডি কার্ড হাতে কৃষকদের দীর্ঘ লাইন। কখন মিলবে সার এমন প্রতিক্ষায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে কৃষক ও কৃষাণিরা। কেউ সার নিয়ে ফিরছেন বাড়ি, আবার অনেকেই ফিরছেন খালি হাতে। কৃষকদের অভিযোগ ডিলার ও সাব ডিলারদের অনিয়মের কারণে এবং ডিলাররা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বেশি দামে সার বিক্রির কারণে সারের এমন কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে বলেও চাষিরা অভিযোগ তুলেছেন।

তবে কৃষি বিভাগ বলছে, সারের কোনো সংকট নেই। কারখানায় সার উৎপাদনে কিছুটা দেরি হওয়ায় এমন সমস্যা হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য

অনুযায়ী, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক অনুমোদিত সার ডিলার রয়েছেন ৩৫ জন এবং বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক অনুমোদিত সার ডিলার রয়েছেন ৬৮ জন। এসব ডিলারদের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৩ জন, মুজিবনগর উপজেলায় ১০ জন এবং গাংনী উপজেলায় ১২ জন ডিলার রয়েছেন। এদের সঙ্গে কৃষকদের সারের সংকট কাটাতে শুধুমাত্র গাংনী উপজেলাতে বিএডিসি এবং বিসিআইসির সাব ডিলার রয়েছেন ১৫৪ জন। এসব ডিলার ও সাব ডিলাররা প্রতিবছর সার বরাদ্দ পান। জেলা কৃষি সম্প্রসারণের তথ্যে জানা গেছে, টিএসপি ১৫ হাজার ২৯৯ টন, ইউরিয়া ৩ হাজার ৬৩৭ টন, ডিএপি ১৪ হাজার ৮৬১ টন এবং পটাশ ১২ হাজার ৯৩৯ টন সার বরাদ্দ পান।

তবে ডিসেম্বর মাসের চাহিদায় টিএসপি ১ হাজার ৭৮১ টন, ডিিএপ ২ হাজার ৪৪২ টন, ইউরিয়া ৪ হাজার ৯৬৪ টন এবং পটাশিয়াম ২ হাজার ৮২৪ টন সার পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে চলতি মাসের (ডিসেম্বর) সব সারই তুলেছেন সংশ্লিষ্ট ডিলাররা। ৫০ কেজির এক বস্তা টিএসপি সারের সরকারি মুল্য ১৩৫০ টাকা। ডিএপি ১০৫০ টাকা, এমওপি ১০০০ টাকা এবং ইউরিয়া ১৩৫০ টাকা।

কিন্তু ডিলারদের নিকট থেকে প্রয়োজন মোতাবেক সার না পেয়ে কৃষকদের বিভিন্ন দেকান থেকে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে সার কিনতে হচ্ছে।

গাংনী উপজেলার কয়েকটি ডিলারদের গুদামের সামনে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে কয়েকশ মানুষ সারের জন্য অপেক্ষা করছে। বেশ কয়েকজন কৃষক অভিযোগে বলেন, আমরা দুদিন সার কিনতে এসে ফিরে গেছি। অনেক মানুষের লাইন। আজকে পাব কি না তা জানি না।

একই ব্যক্তিকে বিসিআইসি ও বিএডিসি ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে ডিলাররা দুই স্থান থেকে উত্তোলনকৃত সার দিচ্ছেন। লোকবল সংকটের কারনে সার দিতে দেরী হওয়ার কথা জানান কৃষকরা।
কৃষকরা জানান, একই ব্যক্তিকে দুই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স না দিয়ে পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে ডিলার নিয়োগ করা হলে আমরা তাড়াতাড়ি সার পেতাম।

শুধু তাই নয়, মেহেরপুর গাংনী শহরের সার ব্যবসায়ী বিএডিসি ডিলার তরিকুল ইসলামের দোকানে সার ক্রয় করতে গিয়েও সার না পেয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে অনেক কৃষককে। এছাড়া জেলা কৃষক লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শাহ তার নিজের নামে বিএডিসি ও বিসিআইসি

থেকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ৪টি ডিলার নিয়োগ নিয়ে গাংনী উপজেলার চাষিদের মাঝে সার বিক্রয় করছেন।

এদিকে বিসিআইসি ডিলার সমিতির মেহেরপুর জেলা সভাপতি হাফিজুর রহমান হাপির রয়েছে হক এন্টারপ্রাইজ, সম্রাট এন্টারপ্রাইজ ও আকছেদ এন্টারপ্রাইজ নামে ৩টি ডিলারশিপ। পৃথক নামে হলেও সবই পরিচালনা করেন হাফিজুর রহমান।

গাংনীর ষোলটাকা গ্রামের কৃষক ছামিদুল ইসলাম বলেন, ষোলটাকা ইউনিয়নের বিসিআইসি সার ডিলার গাংনী হাসপাতাল বাজারে ব্যবসা করে থাকে ইউনিয়নে তার কোন সারের ব্যবসা নেই।

বানিয়াপুকুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে আকবর জানান, ইউনিয়নে কোনো সার ডিলার না থাকায় ১০ কেজি সারের প্রয়োজন হলেও বাজারে সার কিনতে যেতে হয়।

বিসিআইসির সাব ডিলার তেরাইল গ্রামের আব্দুর রহিম বলেন, ডিসেম্বর মাসের বরাদ্দ প্রতি মাসে ১৩৮ ইউরিয়া, ৫৬ ডিএপি, ফসফেট ৪৯ বস্তা, পটাশ ৩০ বস্তা। এমন বরাদ্দকৃত সারে কৃষকের চাহিদা পূরুণ হচ্ছে না।

খুচরা ডিলার সভাপতি মো. শাহিনুল ইসলাম শাহিন বলেন, ১৪ মাস খুচরা ডিলাররা সার পায় না। তিনবার জেলা প্রশাসকের বরাবর আবেদন করেও কোনো প্রতিকার পাইনি। খুচরা ব্যবসায়ীদের সার দিলে এমন সমস্যা তৈরী হতোনা।

সাধার সম্পাদক মোমতাজ উদ্দিন বলেন, বিসিআইসির ডিলাররা আমাদের সার দেয়নি প্রায় এক বছর। আমাদের মাধ্যমে সার দিলে কোন কৃষকের সারের অভাব হবে না।

বিসিআইসি ডিলার সমিতির মেহেরপুর জেলা সভাপতি হাফিজুর রহমান হাপি বলেন, কৃষকদের সার দেওয়ায় নিয়ে কোনো অনিয়ম হচ্ছে না। কৃষকরা একটু ধৈর্য্য ধরলে সবাই সার পাবেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের অনিচ্ছা থাকা সত্বেও দুই প্রতিষ্ঠান থেকে ডিলারশীপ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিবছর তামাক কোম্পানিগুলো প্রণোদনা হিসেবে সার দিত তামাক চাষিদের।এবার সার না দিয়ে নগদ টাকা দিয়েতে তাই সারের প্রয়োনীয়তা বেড়ে গেছে।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ

হালদার বলেন, জেলায় চাহিদা অনুযায়ী সার পাচ্ছি। মেহেরপুর জেলায় প্রতিবছর এসময় কৃষকরা আলু,তামাক,তুলা,গম,ভুট্রার আবাদ করেন। যার ফলে সারের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেছে। এছাড়া সার কারখানায় সার উৎপাদনেও কিছুটা ধীরগতি। তবে শিঘ্রই সমস্যা কেটে যাবে।

মুজিবনগরে বিএনপি নেতাকর্মীদের শোভা যাত্রা ও আনন্দ মিছিল

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি উপজেলা পরিষদের দুই দুই বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র কর্ণধার আমিরুল ইসলাম মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির ১নং যুগ্ন আহবায়ক হয় মুজিবনগরে নেতাকর্মীদের মাঝে আনন্দ-বন্যা বইছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির ঘোষণার পরপরই মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি যুবদল কৃষকদল ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা মোটরসাইকেল শোভা যাত্রার মাধ্যমে আমিরুল ইসলামকে মেহেরপুর থেকে মুজিবনগর নিয়ে আসেন উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে উপজেলা বিএনপি’র ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ফুলের মালা দিয়ে তাকে বরণ করে নেন।

এ সময় কেদারগঞ্জ বাজারে জড়ো হওয়া নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার নির্দেশে মেহেরপুর জেলার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেখানে আমাকে ১ নং যুগ্ন আহবায়ক করায় আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন এই জেলা সহ মুজিবনগর এর বিএনপির সকল স্তরের নেতা কর্মীকে নিয়ে তারেক জিয়ার হাতকে শক্তিশালী আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে ক্ষমতা নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ। আসুন সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে আমরা জাতীয়তাবাদী দলের পতাকা তলে সমবেত হয়ে বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার হাতকে শক্তিশালী করি।

দেশ কে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করবে তাদেরকে এক চুলও ছাড় দেওয়া হবে

না। সমস্ত নেতাকর্মীদের নিয়ে আমরা মাঠে আছি মাঠে থাকবো সমস্ত ষড়যন্ত্র ভেদ করে আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে ক্ষমতায় আনব।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাগওয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম সহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ছাত্রদল যুবদল কৃষক দল স্বেচ্ছাসেক দলের নেতা কর্মীবৃন্দ।

মুজিবনগরে যব সংঘের মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ করার লক্ষে মত বিনিময় করেছে যুব সংঘের সদস্যরা। আজ শুক্রবার বিকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় হাবিবুর রহমান(বিকু)’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাজী খয়রদ্দীন, মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, শহিদুল ইসলাম ও আব্দুর সবুর।

ইমরান হোসেনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীর আলম, বায়েজিদ মোল্লা, জুলফিকার আলী, মনা, আল মামুন, আব্দুর রশিদ (আসলাম), আনোয়ার হোসেন, রিপন আলী, আসলাম আলী প্রমুখ।

এ সময় প্রধান অতিথি বলেন, এই যুব সংঘ হলো একটি সামাজিক মূলক সংগঠন। মুজিবনগর উপজেলাকে মাদক মুক্ত করতে যুব সংঘকে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া সামাজিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা, অসহায়- দরিদ্র শ্রেনীর মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ করতে এই সংগঠনকে নিরলস ভাবে কাজ করে যেতে হবে।

এ সময় যুব সংঘের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।